সংবাদ

তারিখ 25 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় উইং [redacted]

বিতর্কিত অদক্ষ কর্মকর্তাদের তালিকা হচ্ছে : শিগগিরই ব্যাপক পরিবর্তন

রাকিব উদ্দিন

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি উইংয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর ও অবহেলিত থাকা এসব প্রতিষ্ঠানের বিতর্কিত ব্যক্তিদের সড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সংশ্লিষ্টদের অভিযোগের ভিত্তিতে বোর্ড, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের কারিগরি উইংয়ের অদক্ষ ও বিতর্কিত কর্মকর্তাদের তালিকা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ উইং। এমনটি সংশ্লিষ্ট তিনটি দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তাদেরও সড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কারিগরি) কে এম মোজাম্মেল হক 'সংবাদ'কে বলেছেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি অধিদপ্তরের বিতর্কিত ও অদক্ষ কর্মকর্তাদের সরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বোর্ড এবং অধিদপ্তরে কে কত বছর ধরে কর্মরত আছে, এর তালিকা করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর পরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য মতে, দেশের ২১৫টি সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ৪ হাজার ৫৬৯টি। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫০টি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে চরম শিক্ষক সঙ্কট চলছে প্রায় ২০ বছর ধরে। মাত্র ৩০ ভাগ শিক্ষক দিয়ে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল অবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানের ভর্তি না হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষার্থী সঙ্কটে প্রতিষ্ঠানগুলোর কোটি কোটি টাকা মূল্যের উন্নত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষক সঙ্কট প্রসঙ্গে কে এম মোজাম্মেল হক বলেছেন, শিক্ষক সঙ্কট ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ৬৯৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলেও গত দেড় বছরে এই শিক্ষায় আমরা কোন সফলতা দেখাতে পারিনি। দেশের মাত্র ৪ থেকে ৬ ভাগ লোক কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ করা অর্থের ২ শতাংশ কারিগরি শিক্ষা খাতের উন্নয়নে রাখলেও তা যথাযথভাবে ব্যবহার

ব্যাপক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

ব্যাপক : পরিবর্তন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম এবং মন্ত্রণালয়ের কারিগরি উইংয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও মনিটরিংয়ে সফলতা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কারিগরি অধিদপ্তরের কয়েকজন পরিচালক ও সহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত নানা অভিযোগ আসছে বলেও ওই কর্মকর্তা জানান। তাছাড়া ওই অধিদপ্তরে এখনও স্বপদে বহাল তবিয়তে আছে বিএনপি-জামায়াতের আদর্শপুষ্ট অদক্ষ কর্মকর্তারা।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলায় বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে দপ্তরের গবেষণা সেলে। ফলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি যুযোপযোগী সিলেবাস, কোর্স ও কারিকুলাম প্রণয়ন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত পরীক্ষা হচ্ছে না। এমনকি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিচালিত 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'-এর অর্থও সংশ্লিষ্টরা নানাভাবে লুটপাট ও অপব্যয় করছে বলে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, কারিগরি বোর্ড ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল দেশের শিল্প-উদ্যোক্তা, বিদেশী বিনিয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজাতে। কিন্তু গত দেড় বছরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন সফলতা দেখাতে পারেনি।

কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার সংবাদকে বলেছেন, সরকারের আন্তরিকতা ও অর্থের কোন ঘাটতি না থাকলেও এই সরকারের আমলে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকাশ হয়নি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও অধিদপ্তরকে গতিশীল করতে না পারলে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগুতে পারবে না। তিনি বলেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হলে এর গবেষণা সেলকে কার্যকর করতেই হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেমের সঙ্গে টেলিফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা [illegible] তিনি ফোন রিসিভ করেননি।